দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... SEP 27 1999 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

10

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র লীগ-শিবির বন্দুকযুদ্ধ ঃ আহত ১০ ঃ প্রভোস্টের পদত্যাগ

ইঃ বিঃ রিপোর্টার ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকল (রবিবার) ছাত্র শিবির ও ছাত্র লীগের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে ১০ জন আহত হয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্র সংগঠন দুটির মধ্যে কয়েক দফা সংঘর্ষে ৩৫/৪০ রাউন্ড গুলী বিনিময় হওয়ায় ক্যাম্পাস পরিস্থিতি আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সাদ্দাম হল প্রভোস্ট মোঃ সাইফুল ইসলাম পদত্যাগ করেছেন। শিবির নেতা আমিনুর রহমানের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপনের দিনে উক্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। শিবির নেতা মৃত্যু দিবস উদযাপন উপলক্ষে পূর্ব ঘোষিত শোক র‍্যালি ও বিক্ষোভ সমাবেশ শেষের পর্যায়ে ছাত্র লীগ উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়ায় ক্যাম্পাসে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়। সমাবেশ শেষে ছাত্র শিবিরকে লক্ষ্য করে ছাত্র লীগ গুলী করে বলে শিবিরের অভিযোগ রয়েছে। বেলা সাড়ে ১১টায় উভয় সংগঠনের ২টি মিছিল অনুষদ ভবনের

৭-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সামনে মুখোমুখি হলে সংঘর্ষ, ধাওয়-পাল্টা ধাওয়া শুরু হয়। এক পর্যায়ে উভয় সংগঠনের মধ্যে গোলাগুলী শুরু হয়। এ সময় ছাত্র লীগ পিছু হটে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে। বেলা ১টার দিকে বহিরাগতদের সাথে নিয়ে শক্তি বৃদ্ধি করে ছাত্র লীগ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে। পুলিশী তৎপরতা সত্ত্বেও আবারো বন্দুকযুদ্ধ শুরু হয়। সংঘর্ষ চলাকালে পুলিশ ছাত্র লীগের এক কর্মীর নিকট হতে একটি বন্দুক ছিনিয়ে নেয়। ছাত্র লীগের ক্যাডাররা সাথে সাথেই পুলিশের নিকট হতে বন্দুকটি কেড়ে নিয়ে গুলী চালাতে থাকে। সংঘর্ষে ছাত্র লীগের সেক্রেটারী হান্নান, মোস্তফা, খোকন, বিপুল এবং ছাত্র শিবিরের নাসির, নূর-উদ্দিন সেলিমসহ একজন ব্যবসায়ী গুলীবিদ্ধ হন। আহতদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। সংঘর্ষ চলাকালীন সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় হতে আগত আরবী বিভাগের ছাত্র নাজিম ইঃ বিঃ। মেইন গেটে পৌঁছলে মুখে দাড়ি থাকায় ছাত্র লীগের হাতে প্রহৃত হয়ে আহত হয়েছে বলে জানা যায়। এদিকে শিবিরের প্রতিবাদ সমাবেশে মেধাবী ছাত্র আমিনুর রহমানের খুনীদের ফাঁসি দাবী করা হয়েছে। ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর মাহতাব উদ্দীন সরকারের সভাপতিত্বে বেলা ৩টায় এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে রাজনৈতিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গকারীদের শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত হয়।